রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, জলপাইগুড়ি

(রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠের শাখা কেন্দ্র)

মিশন রোড, আশ্রমপাড়া, জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১

নবপর্য্যায়ে "শাশ্বত-ভারত" রথে স্বামী বিবেকানন্দের উত্তরবঙ্গ পরিক্রমা

স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন তার গৌরবোজ্জ্বল ১২৫ বৎসর পূর্ণ করলো। প্রাণশক্তিতে ভরপূর, সজীব আর সদাসম্প্রসারণশীল পৃথিবীব্যাপী দ্বিশতাধিক শাখাকেন্দ্র আর স্বামীজীর ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত অগণিত সহযোগী প্রতিষ্ঠান নিয়ে এখনই তার অবয়ব মহীরূহ তুল্য।

বেলুড় মঠের আর এক শাখাকেন্দ্র রামকৃষ্ণ মঠ (যোগোদ্যান) কলকাতা-এর উদ্যোগে ২০১৩ সালে স্বামীজীর ১৫০ বৎসর জন্মজয়ন্তীতে এই বিশালাকার "শাশ্বত ভারত" রথটি নির্মিত হয়। রথটির সম্মুখে দৃপ্তভঙ্গিতে সিংহাসনে - আসীন স্বামীজী আর পশ্চাতে তিনি ধ্যানাসনে প্রেমে সমুজ্বল আয়ত চক্ষুদুটি নিবদ্ধ মূর্খ, দরিদ্র ভারতবাসীর দিকে। রথটির দুই পাশে উৎকীর্ণ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রী মা সারদামণির প্রতিচ্ছবি, তাঁরাও চলেছেন সহর্ষে, স্বামীজীর রথে তাঁর গুরুমহারাজ ও সংঘজননীর অনিবার্য্য উপস্থিতি, স্বামীজীর দুই পার্শ্বে সিংহ যুগলের অবস্থান অভী: বা নির্ভীকতার প্রতীক। প্রায় তিন বৎসরকাল পশ্চিমবঙ্গের আসমুদ্র হিমাচল পরিক্রমাকালে আপামর জনসাধারণ বিপুল অভ্যর্থনা ও ভালোবাসায় তাঁকে ভরিয়ে দিয়েছে। সেদিন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও যুব সংগঠনগুলি তাঁর তেজোদৃপ্ত বাণী ও বিশাল প্রতিকৃতির সাহচর্য্যে আপ্লুত হয়েছে।

আজ আবার রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম জলপাইগুড়ির সৌজন্যে নবরূপে সুসজ্জিত "**শাশ্বত ভারত**" রথে স্বামীজী চলেছেন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। অধুনা পাশ্চাত্যের ভোগবাদী সমাজের উচ্চাশা, বিলাসিতা, স্বার্থপরতার প্রভাব, নিত্যনতুন ভোগ্যবস্তুর দুর্বার আকর্ষণ , অপ্রাপ্তির হতাশা আর অসুস্থ প্রতিযোগিতায় দিগভ্রান্ত যুব সমাজকে প্রেম ও সহানুভূতির স্পর্শে জাগিয়ে তুলতে, চাই স্বামীজীর আত্মবিশ্বাসের আহ্বান। জ্ঞানবিজ্ঞানের সব ধারায় প্রাচীন ভারতের অর্জিত প্রাধান্য - আর এই উত্তরাধিকারে গর্বিত স্বামীজীর, সব হীনমন্যতার উর্ধে উঠে দেশের ভবিষ্যৎ, ছাত্র ও যুব সমাজকে বিচার ও বিশ্বাসের শক্তিতে উঠে দাঁড়ানোর আবেদন।

এবার উত্তরবঙ্গ পরিক্রমার পথে আমাদের কার্য্যক্রম :-

১। অভ্যর্থনা ২। শোভাযাত্রা ৩। যুবসমাজের জন্য ব্যক্তিত্ব বিকাশের কর্মশালা

৪। উপস্থিত জনগণের কাছে স্বামীজীর প্রেম ও সহমর্মিতার বাণীতে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান

যাত্রাপথে, রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠের শাখাকেন্দ্রগুলি, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের সদস্য মঠগুলি এবং স্বামীজীর উদার, সর্বজনীন ভালোবাসার অমিয় রসে জারিত ভক্ত-অনুরাগীগণ সব রকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন এই পর্য্যটনকে সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য।

শেষ করি, তাঁরই বজ্রনির্ঘোষ দিয়ে - *"আমার কথা ভারতকে শুনতেই হবে। আমি তাকে তার ভিত্তি ধরে নাড়া দেবো। তার জাতীয় শিরায় শিরায় সঞ্চারিত করবো এক তীক্ষ্ণ তড়িৎ শিহরণ।"* আর এসব প্রয়াসের অন্তরালে তাঁর ঐশীশক্তি অলক্ষ্যে কাজ ক'রে চলেছে।

স্বামী শিবপ্রেমানন্দ
সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি
২৮শে মার্চ, ২০২৩